# লন্ডনের পাতাল রেল স্টেশনে ঃ মানুষের সুন্দর মুখ!

রজত রায়

স্টকহোম থেকে লন্ডন। আকাশ পথে দু ঘন্টার পথ। আমাদের বিমানটি যখন লন্ডনের হিথ্‌রো বিমান বন্দরে অবতরণ করছে, তখন সেখানে স্থানীয় সময় সকাল দশটা বেজে দশ মিনিট। বিমানটি এসে যখন রানওয়েতে থেমে পড়ল তখন জানলা দিয়ে বাইরেতাকিয়েই অদ্ভুত এক মুক্তির আনন্দ অনুভব করলাম। জানলা দিয়ে বিমানবন্দরের সেদিকেই তাকাচ্ছি, আনন্দের সঙ্গে অনুভবকরছি যে সবগুলো নামই পড়তে পারছি। বিমান থেকে যখন ধীরে ধীরে নামলাম মনে আরও আনন্দ হল এবং পুরো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। সব লেখাই যে শুধু পড়তে পারছি তা নয়, সব কথও বুঝতে পারছি। মনে হল যেন জানাশোনা চেনা জগতে এসে গেছি।

দশদিন ছিলাম সুইডেনে। সেখানে মানুষের উষ্ণ আতিথ্য ও সহমর্মিতা পেলেও আটকে যাচ্ছিলাম ভাষার ক্ষেত্রে। রাস্তাঘাট,দোকানের সাইনবোর্ড, বাড়ির নাম, পাড়ার নাম, বাসের গন্তব্যস্থলের নাম - সবই লেখা ছিল সুইডিশ ভাষায়। একটি নাম ও সঠিকভাবে উচ্চারন করতে পারিনা, একটি মানুষের সঙ্গেও মনখুলে কথা বলতে পারিনা, পুরো দশটা দিন অজানাভাষার দেশে কাটিয়ে একাদশ দিনে যদি ইংরেজি ভাষী শহরে আসা যায়, তখন একথা মনে না হয়েই পারেনা যে পরিচিত চেনা জগতের মধ্যে এসে গেছি।

যে ব্রিটিশ জাতির প্রতি শৈশব থেকে ত্রোধ এবং ঘৃণা পোষণ করে এসেছি, সেই ব্রিটিশ জাতির স্বভূমিতে পা দিয়ে প্রথমেই মনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত বিপরীত অনুভূতি আসবে, তা আগে কোনওদিন ভাবতেও পারিনি। একটা মুক্তির আনন্দ নিয়ে ইমিগ্রেশান কাউন্টারে এসে দাঁড়ালাম এবং কমবয়েসী অফিসার মেয়েটির সব প্রশ্নের উত্তর হাসিমুখে দিলাম। টাকা ভাঙানোর কোন প্রশ্ন নেই, কলকাতা থেকেই টাকা ভাঙিয়ে পাউন্ড সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। ইমিগ্রেশানের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে সবকিছু নিঃশব্দে নিজেকে করে নিতেহল। প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলি দেওয়ালে এমন সুন্দরভাবে লাগানো আছে যে কোন নবাগত যাত্রীরও বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবেনা। মালপত্রআগেই বুঝে নিয়েছিলাম। ট্রলিতে সেগুলো তুলে নিজেরাই ঠেলে এগুতে থাকলাম। একথা অনেক আগে থেকে জানা থাকলেও নতুন করে আবার উপলব্ধি করলাম যে, ইউরোপ আমেরিকার কোন দেশে কুলি বলে কোন বস্তু নেই। এই অভিশপ্ত প্রথাটি আছে ভারতবর্ষ সহতৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে।

হিথ্‌রো বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে চার রকমভাবে লন্ডন শহর আসা যায়, যার দূরত্ব পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের মত। বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে যাবার চাররকমের সাবওয়ে আছে। একটা দিয়ে বেরিয়ে সরাসরি বাসে ওঠা যায়, দ্বিতীয়টা দিয়ে ট্রাক , তৃতীয়টা দিয়ে প্রাইভেট গাড়ি আর চতুর্থটা দিয়ে গাড়ির নিচের সুড়ঙ্গ পথে একেবারে সরাসরি পাতাল রেলের প্ল্যাটফর্ম।

মনে রাখা ভাল, লন্ডনের পাতাল রেলকে টিউব রেল বলা হয়না, মেট্রো রেল ও না। পাতাল রেলের বিলেতি নাম হল আন্ডারগ্রাউন্ড। আমাদের কলকাতা শহরে পাতাল রেল আছে মাত্র একটি টে, ষোল কিমি। লন্ডনের পাতাল রেলের ট হল মোট দশটি।কোনওটিরই দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ কিমির কম নয়। টগুলির নাম হল -- ১। বেকালু (রঙ খয়েরি), ২। সেন্ট্রাল (রঙ লাল), ৩। সার্কেল (রঙ হলুদ), ৪। ডিষ্ট্রিক্ট (রঙ সবুজ), ৫। ইস্ট লন্ডন (দুটো বেগুনি লাইন), ৬। জুবিলি (রঙ ছাই), ৭। মেট্রোপলিটাইন (রঙ বেগুনি), ৮। নর্দান (রঙ কালো, ৯। পিকডিলি (রঙ নেভিব্লু), ১০। ভিক্টোরিয়া (রঙ হালকা নীল)

হিথ্‌রো বিমানবন্দর থেকে আমার গন্তব্যস্থান নর্থঐ লন্ডনের টার্নপাইক স্টেশন। সেখানে যেতে গেলে পাতাল রেলের পিকার্ডিডিলি ট দিয়ে হিথ্‌রো টার্মিনাল থেকে সরাসরি উত্তর লন্ডনের টার্নপাইক স্টেশনে চলে যাওযা যায়। বিমান বন্দরের ইমিগ্রেশান কাউন্টার থেকে বেরিয়ে দুটো ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে হিথ্‌রো টার্মিনালের দিকে এগিয়ে চললাম আমি এবং আমার স্ত্রী। ষ্টেশনে পৌঁছতে তিন পাউন্ডকরে একএকটা টিকিট কেটে প্লাটফর্মে দাঁড় করানো আন্ডার গ্রাউন্ড ট্রেনে চড়ে বসলাম। প্ল্যাটফর্মেরই একটা নির্দিষ্ট জায়গায়খালি ট্রলিগুলি রেখে দিলাম। বিপরীত মুখী যাত্রীদের তা কাজে লেগে যাবে।

মিনিট দশকের মধ্যেই পাতাল রেল ছেড়ে দিল। প্রথম ছয় - সাত মাইল ট্রেন চলল মাটির ওপর দিয়ে। একটার পর একটা স্টেশন পার হতে থাকল -- হ্যাটনত্রিশ, হাউন্সলো ওয়েস্ট, হাউন্সলো, সেন্ট্রাল,

এবং হাউন্সলোইস্ট, এরপরেই ট্রেন ঢুকে পড়ল পাতালে। এল ওস্টরলে, বোস্টন, ম্যানর, নর্থ ফিলস, সাউথ, ইয়েলিক প্রভৃতি অনেকগুলো ছোট ছোট স্টেশন। তারপর বড় বড় যে স্টেশনগুলো পেরিয়ে এলাম, সেগুলো হল হ্যামারস্মিথ্, ব্যারন সকোর্ট, আলঅর্স্ট, সাউথ কেনসিং টন, হাউডপার্ক কর্নার, গ্রীন পার্ক, পিকডিলি সার্কস, হলবোর্ন, রাসেল স্কোয়ার, কিংসত্রিশ, হলওয়ে রোড,

আর্সেনাল এবং ফিংসবেরি পার্ক। তারপর ছোটছোট আরও কয়েকটি স্টেশন পেরিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ ট্রেন এসে পৌঁছল টার্নপ াইকস্টেশনে। ভারী সুটকেসগুলিকে ধাক্কা দিয়ে প্লাটফর্মে নামিয়ে নিজেরাও তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। ট্রেন চলে গেলে উত্তরে শহরতলির দিকে।

নির্জন স্টেশন, যাত্রী আমরা দুজন ছাড়া বড়জোর চার - পাঁচ জন লোক। তাঁরাও মুহূর্তের মধ্যে যে যার গন্তব্যের দিকে চলে গেলেন। অ ামি নির্জন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সামান্য একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। প্ল্যাটফর্মটার সবদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বুঝতে পারলাম, স ামনের দিকে এস্কালেটার রয়েছে। চাকা লাগানো সুটকেসগুলো টানতে টানতে এস্কালেকটারের কাছে নিয়ে এলাম। তারপর ম ালপত্রসমেত এস্কালেটারে দাঁড়িয়ে পড়লাম। চলন্ত সিঁড়ি দোতলা সমান উঁচুতে এসে থেমে গেল। এস্কালেটার থেকে মালপত্র প্ল্য াটফর্মে টেনে এনে এইবার পড়েগেলাম আসল মুশকিলে। এই প্ল্যাটফর্মটিতে একমাত্র আমরা দুজনে ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি নেই। কুলি নেই, কোন সহায়ক নেই। প্রচন্ড ভারী এবং বড় সুটকেসগুলোকে নিয়ে যে কী করে উপরের রাস্তায় উঠব, সেটাই হয়ে গেল আমার প্রধান সমস্যা। স্ত্রীকে বললাম, 'তুমি এখানে মালপত্র নিয়ে দাঁড়াও, আমি উপরে গিয়ে পরিস্থিতিটা একবার দেখে আসি। মালপত্রগুলোকে যে কী করে ওপরে টেনে আনা যায় তার একটা সুরাহা করতেই হবে।'

প্ল্যাটফর্মের সামনের দিকে এগিয়ে এসে দেখি উপরের রাস্তায় উঠবার জন্যে ডাইনে এবং ধারে গোল হয়ে দুটো চওড়া সিঁড়ির পথ উঠেগেছে, কোন পথটা দিয়ে উঠলে সবচাইতে কাছে ট্যাক্সি পাব, সেটাই আমার প্রধান লক্ষ্য। বাঁদিকে গোল সিঁড়ি দিয়ে উপরেউঠে এলাম। দেখলাম সেটা একটা চৌমাথার মোড়, উজ্জ্বল রোদের আলো, অনেক লোকজন রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করছে। চারদিকে তা কিয়েও কোন ট্যাক্সি স্ট্যান্ড খুঁজে পেলাম না। পথে দু একজন মানুষ এবং দু একজন দোকানদারকেও জিজ্ঞাসা করলাম। কেউই সঠিককিছু বলতে পারলেননা। কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় দেখি রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান এক প্রৌঢ় দম্পতি এগিয়ে আসছেন। তাঁদের দাঁড় করিয়ে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, আমি লন্ডন শহরে একেবারে নবাগত, মাত্র দশমিনিটহল এসেছি। আমার স্ত্রী মালপত্রসহ আন্ডারগ্রাউন্ডের প্ল্যাটফর্মে আছে। আমি এসেছি একটা বেবি - ক্যাবের (ছোট ট্যাক্সি) সন্ধ ানে। আপনি কী বলতে পারেন, বেবি ক্যাবের স্ট্যান্ডটা এখানে কোথায়?

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভারী মোটা গলায় যা বললেন প্রথমে আমার তা বিশ্বাস হল না। তিনি বললেন, 'দেখো, আমি তো কখনো বেবি ক্যাব চড়িনি। তবে দাঁড়াও, খোঁজ নিয়ে দেখছি, কোথায় বেবি ক্যাব পাওযা যায়'। বলেই ভদ্রলোক পথচারী এক ভারিক্কি কালো ভদ্র মহিল াকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন -- 'হাই, লেডি, বলতে পারো এখানে বেবি ক্যাব স্ট্যান্ডটা কোথায়?' মহিলাটি থেমে পড়লেন,পিছন ফিরে হাত দিয়ে একটা গলি দেখিয়ে বললেন, 'ওইখানে দু - চারটে বেবি ক্যাব পেয়ে যাবেন' আমি সঙ্গে সঙ্গে কালো - মহিলাটিএবং প্রৌঢ় দ ম্পতিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে চলে গেলাম।

একটি কালো - যুবক ছোট একটা হোন্ডা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে আমার বাসার ঠিকানা বলতেই সে রাজি হয়ে গেল। বলল, আড়াই পাউন্ড দিতে হবে। অঅমি তাকে বললাম। 'ঠিক আছে, কিন্তু বাপু, আমাকে তোমার একটু উপকার করতে হবে। আন্ডার গ্রাউন্ড স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমার স্ত্রী মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তুমি এই মালটা উপরে তুলে আনবে। তারজন্য না হয় তোমাকে আরও দু-এক পাউন্ড বেশি দেব। ' ছেলেটি হাসিমুখে রাজি হয়ে গেল। আমি তাকে বললাম, 'তুমি গাড়ি স্টেশনের গেটে দাঁড় করিয়ে নিচে প্লাটফর্মে এস্, আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছি। আমার স্ত্রী সেখানে একা একা দাঁড়িয়ে আছেন।

প্ল্যাটফর্মে এসে গিন্নিকে রিপোর্টটা দিলাম। বললাম 'ড্রাইভার ছেলেটি এখনি আসছে দৈত্যাকৃতি ভদ্রলোকটি বললেন, 'হাই, ম্যান! তে ামাকে কখন থেকে খুঁজছি, মুহূর্তের মধ্যে তুমি কোথায় হাওয়া হয়ে গেলে বলতো?'

আমি বললাম, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েই তো আমি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে গেলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ডানদিকের এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার জন্যে আমি আমার স্ত্রীর কাছে বকুনি খেতে খেতে শেষ হয়ে গেলাম।'

আমি বললাম যে, 'সে কী? আমি তো গোলমেলে কিছু করিনি!

ভদ্রলোক বললেন, ''তুমি চলে যাবার পর আমার স্ত্রী আমাকে বললেন,--- তুমি এটা কী করলে? দেখছো ভদ্রলোক মুশকিলে পড়েছেন, এ শহরে নতুন এসেছেন, পথ - ঘাট কিছুই চেনেননা, স্ত্রীকে নিচে প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করিয়ে রেখে ওপরে ট্যাক্সি খুঁজতে এসেছেন। আর তুমি ওঁকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিলে? দেখতেই পেয়েছো ভদ্রলোকের শরীরটাও বিশেষ ভাল নয়। আমাদের কি উচিত নয়, এই মুহূর্তে তাঁকে সাহায্য করা?

সেই থেকে আমরা দুজনে তোমাকে কেবল এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছি। তা ছাড়া নিচে প্ল্যাটফর্মে তোমার লাগেজ রয়েছে, সেটাকেও তো তুলে আনতে হবে।''

আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গেঁ ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক বললেন, তাঁরাও লন্ডনে নবাগত। দিন পাঁচেক হল এসেছেন। কাজেই লন্ডনে অন্য কোন নবাগতের কি সমস্যা হতে পারে তাঁরা তা ভাল করেই বোঝেন

ওঁরা যে ব্রিটিশ নন, একথাটা আমি আদপেই অনুমান করতে পারিনি। এখন বুঝলাম উনি যে বলেছিলেন কোনদিন বেবি ক্যাব চড়েননি, কথাটা মিথ্যে নয়।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা আমেরিকান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপশ্চিমে উটা নামে যে রাজ্যটি আছে, আমরা সেই রাজ্যের বাসিন্দা। আমার অনেক চাষের জমি আছে। নিজেই সেখানে চাষ - বাস করি। চারটি ছেলেমেয়ে, সব বড় হয়ে গেছে, তারা যে যার মত বিভিন্ন জ ায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। সারা বছর চাষ - বাস করে, ফসল গোলায় তুলে আমরা বুড়োবুড়ি এবার কয়েকমাসের জন্যে দুনিয়া ঘুরতে বেড়লাম। -- 'ভালই। আমরও দুনিয়া ঘুরতে বেরিয়েছি। ছেলে পুলের কোন পিছুটান আমাদেরও নেই।

বুড়ো বললেন, 'সাবাস, মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াও। তোমাদের ভ্রমণ সার্থক হোক, এই কামনা করি।

আমি আবার তাঁদের বিনয়ের সঙ্গে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালাম।

'চলো, ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক' -- এই বলে ভদ্রলোক মুহূর্তের মধ্যে আমার একটা বড় সুটকেস হ্যাঁচকা টানে তুলে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেন। আমি হতচকিত হয়ে কিছু বলার আগেই দেখি প্রৌঢ়াও আমার আরেকটি সুকটেস তুলে নিয়েছেন।

আমি বললাম, 'ম্যাডাম, প্লিজ আপনি এটা ছেড়ে দিন, এটা, আমিই তুলে নিয়ে যেতে পারব।'

মহিলাটি বললেন, 'দেখো, তুমি আমার চাইতে বয়সে ছোট, কিন্তু তোমার চাইতে আমার গায়ে জোর বেশি। এই সুটকেসটা আমিই নিয়ে যাব। তোমার ছোট হ্যান্ডব্যাগ দুটো নিয়ে এস।

অগত্যা নিপায় হয়ে পরম স্বস্তির সঙ্গে বুড়োবুড়ির পেছন পেছন ডান দিকের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকলাম। মাঝপথে দেখি যুবক ড্রাইভারটি হাসতে হাসতে নিচে নেমে আসছে। আমি ওকে বললাম, লাগেজ দুটো কি তুমি নিয়ে নেবে?' ছেলেটি লাগেজ চ াইতেই বুড়ো বুড়ি তা দিলেন না। নিজেরাই ভারী মাল উপরে টেনে তুললেন। ড্রাইভারকে বললেন, 'পেছনের দরজা খোল। লাগেজ রেখে দেব।'

তাই করা হল। আমি বুড়োবুড়িকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব, ভেবে পেলাম না। ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম।

প্রৌঢ় আবার আমাকে বললেন, 'পৃথিবীটা বড় সুন্দর জায়গা। যত পারো, দুচোখ ভরে দেখে নাও।' তারপর আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়ং লেডি, উইশ ইউ এ ভেরি হ্যাপি হলিডে!' আমি এক মুহূর্ত নিত্তর থেকে বলেছিলাম, 'অভিজ্ঞতা। সুন্দর মানুষের অভিজ্ঞতা আনতে যাচ্ছি।'

নর্থ লন্ডনে মিনিট দশেকের এই যে ছোট্ট ঘটনাটি ঘটে গেল, সেই অভিজ্ঞতাটি আমাদের ব্যাংক কর্মীটির দৃষ্টিতে কতটা দামী বলে মনে হতে পারে! জানি না কিন্তু, আমার কাছে?

একলাখ? হতে পারে

আরও বেশি! হ্যাঁ, তা ও হতে পারে।